দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 12 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

নানা সমস্যা ও অব্যবস্থার দরুন বিভিন্ন এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

কিশোরগঞ্জ : বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের মত যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত জেলার বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকারা বর্তমানে অর্ধাভাবে মানবেতর জীবন যাপন করিতেছেন। জেলায় বর্তমানে ২ হাজার ৮৬ জন বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকা রহিয়াছেন বলিয়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায় এবং তাহারা নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বছরের পর বছর ধরিয়া সরকারী মর্যাদা লাভের আশায় শিক্ষক তার মহান পেশা আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন।

উক্ত সূত্রে আরও জানা যায়, কিশোরগঞ্জ জেলায় ৪০৪টি রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত ও ১৮৩টি রেজিষ্ট্রেশনবিহীন বিদ্যালয় রহিয়াছে। রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত ও রেজিষ্ট্রেশনবিহীন বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা যথাক্রমে ১ হাজার ৫৯৪ ও ৪৯২ জন। থানা ওয়ারী বেসরকারী প্রাথ-

(৯ম পৃঃ দ্রঃ কঃ)

প্রাথমিক শিক্ষা

(৩য় পৃঃ পর)

মিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কিশোরগঞ্জ সদরে ৬৯টি, করিমগঞ্জে ৫২টি, তাড়াইলে ২৫টি, হোসেনপুরে ৪৯টি, পাকুন্দিয়ায় ৮৩টি, কটিয়াদীতে ৪৬টি, বাজিতপুরে ৫৮টি, কুলিয়ারচরে ৪৭টি, ভৈরবে ২০টি, অষ্টগ্রামে ৩০টি, ইটনায় ৩২টি, মিঠামইনে ৩৯টি ও নিকলীতে ৩৭টি। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে বর্তমানে লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করিতেছে। বর্তমানে পাঁচ বছরের উর্ধ্বে রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ১০৫০ টাকা স্কেলের মূল বেতনের শতকরা ৭১ ভাগ, দুই বছরের উর্ধ্বে ও পাঁচ বছরের নীচে রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শতকরা ৫০ ভাগ হারে মাসিক সরকারী অনুদান পাইয়া থাকেন। রেজিষ্ট্রেশন বিহীন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ইহা হইতেও বঞ্চিত হইতেছেন। ফলে তাহারা পরিবার পরিজন নিয়া কায়ক্লেশে দিন যাপন করিতেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে '৭৪ '৭৮ ও '৮৭ সালে তিন দফায় বিদ্যালয় সরকারীকরণ করা হইয়াছিল। প্রায় এক দশক যাবৎ প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ বন্ধ থাকায় বেসরকারী শিক্ষকদের মনে হতাশা বিরাজ করিতেছে এবং কেহ কেহ বাঁচার তাগিদে এই পেশা ছাড়িয়া দিয়া অন্য পেশা গ্রহণের চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন।

এদিকে অধিকাংশ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়েই বর্তমানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নাই। হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি স্কুল ভবন পাকা করা হইলেও বেশীর ভাগ বিদ্যালয় গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থা। টুল, টেবিল সহ শিক্ষা উপকরণের অভাব প্রভৃতি কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটিতেছে। ঝড় বা বন্যায় বিধ্বস্ত বিদ্যালয়গুলি স্থানীয় উদ্যোগের অভাবে ও আর্থিক সংকটের কারণে মেরামত করা সম্ভব হইতেছে না। ঐসমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা কাহারো বৈঠকখানায় কিংবা গাছতলায় বসিয়া পাঠগ্রহণ করিতেছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে খাবার পানি, শৌচাগার ও খেলার মাঠের যথাযথ ব্যবস্থা নাই।